কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 04 APR 2018 ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2 ...

এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হতে পারবেন না

আবারও শিক্ষা আইনের খসড়া প্রকাশ

- প্রাইভেট ও কোচিং করালে জরিমানা সাজা
- শিক্ষার্থীর বেতন-ফি নির্ধারণে রেগুলেটরি কমিশন গঠন

আজিজুল পারভেজ ▷

জনমত যাচাইয়ের জন্য শিক্ষা আইনের খসড়া আবারও প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রস্তাবিত এ আইন অনুসারে এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির প্রধান হতে পারবেন না। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী বদলি ও পদোন্নতির সুযোগ পাবেন। বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফি যৌক্তিক হারে নির্ধারণের জন্য একটি 'রেগুলেটরি কমিশন' গঠনের কথা বলা হয়েছে। একইভাবে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নেওয়ার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আইনের প্রস্তাবনায় টিউশনি ও কোচিং বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ, নির্দিষ্ট কারণে শিক্ষকদের এমপিও বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। তবে এবারের খসড়ায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত খসড়াটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গতকাল রবিবার প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো মতামত থাকলে তা আগামী ১০ এপ্রিলের মধ্যে পাঠানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো শিক্ষা আইনের বিষয়ে অনলাইনে মতামত চাওয়া হলো। ২০১৩ সালের ৫ আগস্ট প্রথমবার এই আইনের বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছিল। এরপর গত বছরের ২১ অক্টোবর আইনটি আবার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই প্রস্তাবনায় প্রশ্ন ফাঁসের শাস্তির মেয়াদ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে তা ২৭ অক্টোবর প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

এবারের আইনের খসড়ায় প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি না থাকা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন ১৯৮০' নামে সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। এ কারণে এই বিষয়টি আর এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তিনি বলেন, 'শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবার মতামতের ভিত্তিতে এই আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এর পরও যেকোনো গঠনমূলক প্রস্তাবনা থাকলে তা-ও যুক্ত করা হবে। এই আইনটি না

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

এক ব্যক্তি একাধিক —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

থাকার কারণে নানা রকম সমস্যা হচ্ছে। সবার মতামতের ভিত্তিতেই আমরা এই আইনটি করতে চাই।'

শিক্ষা আইনের খসড়া অনুসারে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন না।

বর্তমানে এক ব্যক্তি চারটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারেন। এই সুযোগে ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও তাঁদের পছন্দের ব্যক্তিরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতি মনোনীত হয়ে নানা রকম অনিয়ম ও আর্থিক কেলেঙ্কারি করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর অংশের খসড়ায় পরিচালনা কমিটির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল। নতুন খসড়ায় তা বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে আইনের প্রস্তাবনায় পরিচালনা কমিটির ব্যাপারে আলাদা বিধিমালা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই আইন লঙ্ঘন করলে দুই লাখ টাকা অর্থ দণ্ড, ছয় মাসের কারাদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য পৃথক আচরণবিধি প্রণয়ন এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলি ও পদোন্নতির জন্য নীতিমালা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষকদের বদলি কিংবা পদোন্নতির কোনো সুযোগ নেই। এই আইনের ফলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী বদলি ও পদোন্নতির সুযোগ পাবেন। ১৪টি নির্দিষ্ট কারণে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও (বেতন-ভাতার সরকারি অংশ) বাতিল করা যাবে বলে আইনের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে এ-সংক্রান্ত কোনো আইন না থাকায় অনিয়মের কারণে কোনো এমপিও বাতিল করা হলেও তা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হলে বাতিল হয়ে যায়। ফলে সরকারকে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

প্রস্তাবিত আইনে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইন লঙ্ঘনের শাস্তি হিসেবে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, তিন মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আইনের খসড়ায় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য একটি পৃথক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এত দিন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে এই কাজ করে আসছিল। আইনে এনসিটিবিকে কেবল পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রী প্রণয়নের দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে।